বরাবার
প্রধান প্রকৌশলী
গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা
ঢাকা।

বিষয়: জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী (মোবাইল: ০১৭৫৭-২৯২৩৫৪) কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ-এর অনিয়মতান্ত্রিক/স্বেচ্ছতার মাধ্যমে কাজ পাইয়ে দেওয়া, স্বেচ্ছাচারিতা, ঘুষ-বানিজ্য, হুমকি-ধামকি, ঘুষ-লেনদেনসহ দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা কতিপয় কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন ৫২ (বায়ান্ন) জন ঠিকাদারবৃন্দ দীর্ঘদিন যাবত কর্মকর্তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে কাজ করে থাকি। গত ০৩ (তিন) বৎসর যাবত জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর অত্র বিভাগে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর হতে জনাব মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর এই দপ্তরকে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার আখরা হিসেবে পরিনত করেন, যার ফলে নিরীহ ও সাধারন ঠিকাদারবৃন্দ তাদের প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। নিচে অভিযোগ প্রদান করা হলো:

১। নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে এল.টি.এম টেন্ডার করার নির্দেশ থাকলেও তিনি এল.টি.এম টেন্ডার করেন নাই। তার নিজে সহ পাঁচ-ছয় জন ঠিকাদার রহিয়াছে, প্রত্যেকের কাজ থেকে ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা অগ্রীম নিয়া জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর এই পাঁচ-ছয় জন ঠিকাদারের সাথে অংশীদার হউন। বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও এল.টি.এম টেন্ডার এর তুয়াক্কা করে না এবং উল্টা ঠিকাদারকে মোবাইলে সিডিউল ক্রয় না করার জন্য নির্দেশ করেন এবং বিভিন্ন ভাবে ভয়ভিতি দেখান এবং হুমকি দেয়, টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করে কোন লাভ নেই, দরপত্র বাতিল করা হবে, এবং অতীতেও বিনা করনে দরপত্রগুলি বাতিল করে দেয়। ২০২৬-২০২৭ সালে ৩৫-৪০টি টেন্ডার ১ মাসের মধ্যে ওটিএম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। এই কাজ গুলি ৫/৬জন পছন্দের ঠিকাদারদের দিয়াছেন এবং এই টেন্ডারগুলির প্রত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী সর্বোক্ষেত্রে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করেন। উক্ত গাড়ি আইন বহির্ভূত ভাবে নিজস্ব কাজে ঢাকা ও নাটোরে আসা-যাওয়া করেন। উল্লেখ্য যে তিনি আসার পর হইতে সপ্তাহে ২/৩ দিনের বেশি অফিস করেন। তার সাথে "প্রত্যাশি সংস্থার" সম্পর্কও ভালো না। ৩ নং ওয়ার্ডের পৌরসভার দায়িত্ব দেওয়া হলেও অফিস না করার কারনে অফিসের নিম্নভূক্ত কর্মচারীগণ স্বাক্ষর সম্বলিত সই প্রদান করে প্রত্যয়ন পত্র দেন। যা আইন বহির্ভূত কাজ। উক্ত অফিসে কপি সংরক্ষিত থাকায় সুস্পষ্ট তদন্ত সাপেক্ষে বেরিয়ে আসবে। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরনকে তার অফিসে যে কেউই খুঁজতে আসলে সব সময়ই জানান যে, "তিনি ঢাকায় মিটিং-এ আছেন "। তার অনুপস্থিতিতে ঠিকাদারগণ যথাসময়ে কাজও করতে পারেন না। এতে সরকারি কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

২। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, এলটিএম টেন্ডারে ৬০-৭০ ঠিকাদার অংশগ্রহন করেন। ওটিএম টেন্ডারে ৫-৭ জন ঠিকাদার অংশগ্রহন করেন। ওটিএম টেন্ডারে বাইরোটেশনে ৫-৭ জন ঠিকাদার কাজ করে থাকেন। টেন্ডার রেজিঃ খাতা দেখলে বোঝা যায় যে, ৮০ শতাংশ কাজ এল টি এম করার কথা থাকলেও ৮০ শতাংশ কাজ করা হয় ও টি এম ট্রেন্ডারে। যার ফলে পছন্দসই ঠিকাদার ৫-৭ জন ছাড়া অন্য কেউ কাজ পায় না। ইহাতে সরকার বিপুল পরিমান রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে।

৩। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জের পছন্দসই ৫-৬ জন ঠিকাদার ছাড়া, বাকী ৫২(বায়ান্ন)জন ঠিকাদারদের দিয়ে তার আমলে কোন কাজের/টেন্ডার করাই নাই। এমনিকি তার পছন্দসই ঠিকাদার ছাড়া অন্য ঠিকাদার এবং সরকারি কর্মচারীদের সাথে সব সময় অসৌজন্য মূলক আচরণ করেন। এ বেপারে কর্মচারিদের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের অভিযোগ নাই। কিন্তু তাঁর অসৎ-আচরণ, দুর্ব্যবহার, ও কর্মচারিদের অন্যত্র বদলীর হুমকি প্রদান করেন।

CS CamScanner

৪। জনাব মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ গত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে একই নিয়ম অনুযায়ী পিপি আর অনুসরণ না করে এলটিএম এর পরিবর্তে ওটিএম এর মাধ্যমে তার নিজস্ব ঢাকা এবং কিশোরগঞ্জের ৫-৬ জন ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ ভাগাভাগি করে এবং বিপুল অর্থ লেনদেন করে তার নিজ জেলা নাটোরে ০২(দুই)টি বাড়ি নির্মাণ করেছেন । আইপাস ও বিল রেজিস্টার চেক করলে সঠিক তদন্ত বের হয়ে আসবে।

৫। জনাব মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ মডেল মসজিদের ২১-০৬-২০২৬ ইং তারিখ ই/এম গণপূর্ত বিভাগ হইতে ওটিএম ২৭ (সাতাশ)টি টেন্ডার আহবান করে, ২২-০৬-২০২৬ ইং তারিখ চুক্তিপত্র সম্পন্ন করে এবং ২৩-০৬-২০২৬ ইং তারিখ কাজের বিল (চেক) প্রদান করেন। উক্ত ২৭ টি টেন্ডার তার পছন্দসই সেই ৫ জন ঠিকাদারদের দেওয়া হয়। উক্ত সকল কাজে এসও সোহাইল (ই/এম) এবং এসও জুয়েল এর সহযোগী হইয়া কাজ করেন, এবং চেক গুলো তারা উভয়েই ক্যাশিয়ার থেকে বুঝে নেন। এবং ঠিকাদররা আদলে ক্যাশিয়ার বলেন উনাদের সাথে যোগাযোগ করেন এটা স্যারের নির্দেশ।

৬। জনাব মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ গত ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে এপিপি ভুক্ত কাজের বিল পলিশোধ না করে তার নিজস্ব ঠিকাদারের মাধ্যমে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করেন।

৭। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, যোগদান করার পর তার সরকারি বাসা সংস্কার কাজ করেন। ঠিকাদারদের দেওয়া হয় ৫% সিউকিউরিটি। এতে কোটি টাকা আত্মসাত করেন। গত ২০২৬ ঈদুল আজহার ৪/৫ দিন আগে জনাব মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর পরিচিত ঢাকার ঠিকাদার-এর নামে ০৯ (নয়)টি চেক প্রায় ৪৫ (পঁয়তালিশ) লক্ষ টাকার চেক আত্মসাত করেন। ক্যাশিয়ার হইতে নিজের ড্রাইভারের মাধ্যমে চেক গুলো ঢাকা নিয়ে যান।

৮। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, যোগদান করার পর কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেন। উক্ত এলাকায় মডেল মসজিদ, শিল্পকলা (মিঠামইন), আয়নজীবী ভবন, বিভিন্ন থানা ভবন ইত্যাদি হইতে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া, অগ্রীম বিল পরিশোধ, ভেলিয়েশন ফর্মে শিল্পকলা মিঠামইন এর বাউন্ডারি ওয়ালে ও পাইলিং এর অনুমোদন এনে অর্থ আত্মসাত করেন। উল্লেখ্য স্থানীয় ঠিকাদার বড় কাজে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে বিবেচিত হয়েও জনাব মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর দুর্নীতি কারনে "মেসার্স মুশফিকুর রহমান কাঞ্চন" কাজ পেতে ব্যর্থ হন।

৯। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, সরকারি সম্পদ রক্ষায় ব্যর্থ। যেমন পার্টগবেষনায় অবস্থিত কোয়ার্টারে ০৬(ছয়)টি পরিবার বসবাস করতো। পরিবারের বসবাসের অসুবিধায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। জনাব মহিউদ্দীন উক্ত মেরামত না কাজ সম্পাদন না করায় উক্ত কর্মচারীরা অন্যত্র চলে যাওয়ায় কোয়ার্টারটি বিরান ভূমিতে পরিনত হয় এবং জায়গাটি বেদখলে চলে যেতে পারে।

১০। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ গত ২০২৫ সালে জুন মাসে প্রথম সপ্তাহ বিদেশ ভ্রমন করতে চাইলে মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ ছুটির অনুমোদন না করায়, উক্ত সময়ে তিনি বিনা ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান করেন এবং ঢাকার নিজস্ব ১০(দশ) তলা বিশিষ্ট্য বাড়ী নির্মাণ কাজে উক্ত সময় ব্যয় করেন যা অদ্যাবধি চলমান এবং এন. ডি. কো: লি: এর সাথে পার্টনারশীপ ও সার্বিক সহযোগীতা করছেন।

এমতাবস্থায়, উক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জের এহেন কর্মকান্ড চালাকির সাথে অনেকেই হার মেনে যায়। যার ফলে দুর্নীতিগ্রস্থ এসমস্থ কর্মকর্তার দুর্নীতি বিরুধে রুখে না দাড়ালে ভবিষ্যতে বিভিন্ন জেলায় ভুক্তভোগি ঠিকাদারগণ তথা কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেবা প্রদান করতে বাধ্যগ্রস্থ/বঞ্চিত হবে।

CamScanner

ই জরুরি ভিত্তিতে জনাব মোঃ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী প্রকৌশলী (মোবাইল নম্বর ০১৭৫৭-২৯২৩৫৪) এর বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে (আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ) জোর দাবী করছি।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতেঃ

জ্ঞাতার্থে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অনুলিপি প্রেরিত হইল।

১। মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় সদস্য, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সংসদীয় কমিটির সম্মানিত সদস্য, কিশোরগঞ্জ-৫।
৩। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান দুর্নীতি দমন কমিশন ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(সংস্থাপন), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।
৭। জেলা দায়রা জজ, কিশোরগঞ্জ।
৮। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।
৯। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।
১০। উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, কিশোরগঞ্জ জেলা।
১১। চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশনার কিশোরগঞ্জ জেলা।

ঠিকাদারগণের নাম/স্বাক্ষর এবং মোবাইল নম্বর ঃ-

ক্র.ন.	ঠিকাদারের নাম	স্বাক্ষর	মোবাইল নম্বর
১.	মেসার্স ভাওয়াল [illegible]	[signature]	01711350828
২.	মো: মসলেহ উদ্দিন (বাবু)	[signature]	01711-884536
৩.	মো: আশরাফ উদ্দিন রতন	মো: আশরাফ উদ্দিন	0১৭১৮-৪৮৪৫৭৭
৪.	মেসার্স [illegible] কনস্ট্রাকশন	[signature]	0১৭১৬০০৮৪৬৪
৫.	মেসার্স বুশরা ট্রেডার্স	[signature]	0১৭১৪৪৫২০৪৭
৬.	এ, কে আজিজ এন্টারপ্রাইজ	[signature]	01711392249
৭.	মেসার্স ইসলাম ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন	[signature]	01993-896235
৮.	মো: আজিজুর রহমান	[signature]	01978968314
৯.	মেসার্স [illegible]	[signature]	01641046767
১০.	মেসার্স এম এম এন্টারপ্রাইজ	[signature]	01718146022
১১.	মেসার্স ইসলাম [illegible]	[signature]	017119364418
১২.	মেসার্স হাজী মেশিনারিজ	[signature]	
১৩.	মোঃ জুবেল	[signature]	01715-292199
১৪.	মেসার্স ইসা বিল্ডার্স [illegible]	[signature]	01918-301737
১৫.			
১৬.			